পোস্ট অফিসের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট পরিষেবার প্রসার

পাসপোর্ট পরিষেবা প্রকল্প (পিএসপি), ভারত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যা জাতীয় ই-গর্ভন্যান্সের অংশ হিসাবে পাবলিক প্রাইভেট পাটনারশিপ (পিপিপি) মডেলে সফলভাবে চালিত। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সরকার পরিচালিত এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়মবিধি এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক সেবা প্রদান কর্মসূচি। শ্রী টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস (টিসিএস) হল পিএসপি-এর পরিষেবা প্রদানকারী।

বর্তমানে, ৩৮ পাসপোর্ট অফিসের বর্ধিত অংশ হিসাবে ৮৯ পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র (পিএসকে) দেশজুড়ে নমনীয়তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ পরিষেবা দিচ্ছে, এইভাবে বিস্তৃত পাসপোর্ট আবেদনকারীদের কাছে পৌছানো গিয়েছে। গত আড়াই বছরে দেশে পাসপোর্ট পরিষেবার ক্ষেত্রে বেশকিছু পরিমাণগত এবং গুণগত উন্নতি সাধান করা হয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে পাসপোর্ট পরিষেবার গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ ঘটেছে। ভারত সরকার ২০১৬ সালে ১.১৫ কোটি পাসপোর্ট এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্য / কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের পুলিশ দফতরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছে, পাসপোর্ট ইস্যুকে দ্রুত করার জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট (পিভিআর) কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করার বিষয়ে। পাসপোর্ট অফিস থেকে পাসপোর্ট আবেদনকারীর নিবন্ধিত ঠিকানায় পাসপোর্ট সময় মতো প্রেরণ ও পৌছে দেওয়া নিশ্চিত করতে পাসপোর্ট সেবা প্রকল্পে ডাক বিভাগ পররাষ্ট্রমন্ত্রকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

পাসপোর্ট ইস্যু প্রক্রিয়াকে সরল-বিভ্রান্তিহীন এবং উদার করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রক গত বছরের শেষদিকে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে পাসপোর্ট পরিষেবার ক্ষেত্রে, যার ফলে আশা করা হচ্ছে ভারতের নাগরিকরা যাঁরা পাসপোর্টের আবেদন করবেন, তাঁরা উপকৃত হবেন। এটা আশা করা যাচ্ছে যে, পাসপোর্ট নিয়মের এই পরিবর্তনগুলি পাসপোর্ট আবেদনকারীদের তাদের পাসপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করবে।

সরকারের উদ্দেশ্য চাহিদা মতো পাসপোর্ট সরবরাহ করা এবং পাসপোর্ট অফিস

থেকে দূরে থাকা মানুষদের কাছে পৌছানো। এর একটি পদ্ধতি হিসাবে বিভিন্ন স্থানে খোলা হয়েছে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র। এই প্রেক্ষিতে আগামী মাসে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চারটি অতিরিক্ত পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র খোলার বিষয়ে, যথা— মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে, রাজস্থানের উদয়পুরে, পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে এবং মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে বিভিন্ন স্থানে পাসপোর্ট সেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ৮০টি এই ধরণের ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, যেখান থেকে ৩৪,১১১ পাসপোর্ট আবেদন হয়েছিল।

আমাদের নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট পরিষেবাকে আরও বৃহৎ আকারে সম্প্রসারিত করতে এবং বিস্তৃত এলাকা কভার করতে পররাষ্ট্রমন্ত্রক (এমইএ) এবং ডাক বিভাগ (ডিওপি) এখন সম্মত হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য ডাক কার্যালয় (এইচপিও) পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র (পিওপিএসকে) হিসাবে আমাদের নাগরিকদের পাসপোর্ট সেবা সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করার বিষয়ে। এমইএ এবং ডিওপি-র মধ্যে যৌথ উদ্যোগে এই চলমান প্রজেক্টের উদ্বোধন হয় ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭, কর্নাটকের মহীশূর এবং গুজরাতের দাহোদ-এর এইচওপি-তে। এই দুই স্থান থেকে পাসপোর্ট আবেদনকারীদের নিয়োগ দেওয়া শুরু হয় ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭ থেকেই। যাঁরা অনলাইনে পাসপোর্ট পোর্টালের মাধ্যমে তাঁদের পাসপোর্টের আবেদন করেছেন, এখন সাক্ষাৎ নির্ধারিত হয়েছে এবং তখন ঘোষিত পিওপিএসকে-তে গিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করবেন, এই পিএসকেগুলি পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দেবে।

পিওপিএসকে'র মাধ্যমে পাসপোর্ট সংক্রন্ত পরিষেবা প্রদানের জন্য আরও একটি নাগরিককেন্দ্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে সরকার আলোচনা করে তথ্যপ্রযুক্তির বিভাগের সঙ্গে— দেশের নাগরিকদের জন্য পাবলিক সার্ভিসকে আরও ঘনিষ্ঠ করার জন্য। এই অংশীদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ— যার দ্বারা নাগরিকদের জন্য সময়মতো, স্বচ্ছতার সঙ্গে, আরও সুগম এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে সরলতার সঙ্গে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, প্রশিক্ষিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মশক্তির মাধ্যমে সরকার ধারাবাহিকভাবে পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবা প্রদান করতে পারবে।

এই চলমান প্রকল্প সফলভাবে পর্যবসিত হলে, সরকার এই প্রক্রিয়ার বিস্তার ঘটাতে পিওপিএসকে চালু করতে চায় প্রতিটি এইচওপিতেই।

নয়াদিল্লি

জানুয়ারি ২৪, ২০১৭